পাঠক ফোরাম

মূল্যবোধ ফেরাতে হবে

একটি পরিবারের কথা-বার্তা, শিক্ষা-দীক্ষা, রান্না-বান্না, পোশাক-আশাক, ঘর-গেরস্থালি ও চলাফেরা দেখেই সে পরিবারের সামাজিক অবস্থান বোঝা যায়। তেমনি একটি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশ দেখেই সে দেশ সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে প্রায় পাড়া-মহল্লায় ক্লাব বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। তারা বছরে কমপক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মাঝে-মধ্যেই গুণী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা প্রদান করতো। যাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-গুণে এলাকায় প্রসিদ্ধ হতেন, তাঁদের নিয়েই সবাই মেতে থাকতেন। অভিভাবকগণ জ্ঞানীদের (শিক্ষক, সাংবাদিক, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল-মোক্তার ও সৎ রাজনীতিবিদ) আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সন্তানদের পরামর্শ ও অনুপ্রাণিত করতেন। আমাদের দেশে এখন এলাকাভিত্তিক গুণীজন সম্মাননা নেই বললেই চলে। আজ কিছু লোক মেতে আছে উঠতি ধনী ও সমাজবিরোধীদের নিয়ে। এখন যারা যত বড় মাস্তান, অসৎ ব্যক্তি, চোরাকারবারি, ঘুষখোর, তারা তত বড় গুণীজন। পুরো জাতি আজ দরিদ্র হয়ে গেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন। যে জাতি গুণীজনের সমাদর করে না, সে দেশে গুণীজন জন্মগ্রহণও করে না। এ দুর্যোগ থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। সে জন্য চাই সাহস, ধৈর্য, সাধনা ও প্রকৃত শিক্ষা। অন্যায়ের কাছে এ দেশ হার মানবে না। নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে নতুন যুগের নতুন প্রজন্মের দেবদূতগণ এবং ঠিকই পেয়ে যাবে স্বপ্নলোকের চাবি। আবার পরিবর্তন আসবে মন-মানসিকাতায়, চিন্তা-চেতনায়।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

একজন সফল স্বপ্নদ্রষ্টা

ফরহাদ মজহার একজন তীক্ষ্ণসম্পন্ন কলামিস্ট এটাই জানতাম। যারা আসলে রুটি-হালুয়ার ভাগ বসাতে কলম ধরেন, এদের দলে ইনি নন এটা জানতাম। এজন্য অবশ্য একটা শ্রদ্ধাবোধ তাঁর প্রতি ছিলো। শুধু জানতাম তিনি পেশায় একজন ফার্মাসিস্ট। কিন্তু সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৮ মে সংখ্যায় তার সাক্ষাৎকার পড়ে তাকে নতুনভাবে জানার সুযোগ পেলাম। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, লেখক, গণিতজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ এবং কৃষিবিদ। কিন্তু তার সব পরিচয় ছাপিয়ে যে পরিচয়টি আমার কাছে সবচেয়ে মুখ্য মনে হয়েছে তা হলো, তিনি একজন দেশপ্রেমিক, সফল আশাবাদী স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে তা বাস্তবায়ন করে উন্মোচিত করতে চান সম্ভাবনার নতুন দ্বার। এ রকম কয়েকজন আগামী কয়েক বছরে আমাদের দেশটা বদলে দিতে পারেন অনেকখানি। তাঁর উদ্ভাবিত নয়া কৃষি এনেছে কৃষি ক্ষেত্রে নয়া বিপ্লব, যার সুফল ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছেন দেশের কিছু বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কৃষিতে অধিক ফসল ফলানো যায়। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে হত্যা, খুন, দুর্ঘটনা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি আর রাজনৈতিক খিস্তি খেউর দেখে মন যখন বিধ্বস্ত, তখন ফরহাদ মজহারের এই সাক্ষাৎকার জাগায় নতুন আশা, নতুন অনুপ্রেরণা।

এস এম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল,
nowsheer@dhaka.net

আয়কর আইন কি দু'রকম

আমাদের চৌকস অর্থমন্ত্রীকে কেউ কেউ ঠোঁটকাটা বলে থাকেন। আমাদের দেশে, ভাষায় যিনি স্পষ্টভাষায় সত্য উচ্চারণ করেন. তাকে 'ঠোঁটকাটা' বলা হয়। শুনতে খারাপ লাগলেও এটি একটি বিশেষ গুণ। অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে কোনো রাখঢাক না রেখে সোজা-সাপটা মন্তব্য করেন। বিশেষ করে আয়কর, মূসক, ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। এই তো ক'দিন আগে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে গৃহীত 'সম্পূর্ণ আইনগত ব্যবস্থা' আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।
এরশাদ শিকদার কুলি থেকে কোটিপতি। তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যাংক ব্যালেন্সসহ সম্পদের মূল্য শতকোটি টাকার বেশি। এরশাদ শিকদারের এই সম্পত্তি কি বৈধভাবে অর্জিত? আয়কর, মূসক, ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক প্রচলিত আইনগুলো কি এখানে কার্যকর ছিল?
এ বিষয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রীর নীরবতা, নির্লিপ্ততা তার সততাকে যেমন প্রশ্নবিদ্ধ করবে, তেমনি আয়কর মূসক ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থমন্ত্রী মহোদয় কি আমাদের বক্তব্যের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনাপূর্বক ব্যবস্থা নেবেন?

আবদুল মকিম চৌধুরী
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

ক্রমবর্ধমান যানজট এবং রুট পারমিটবিহীন বাসের দৌরাত্ম্য

বিষাক্ত গ্যাস চেম্বার খ্যাত আমাদের এই ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে চলছে নানামুখী নাগরিক ভোগান্তি। তেমনি একটি ভোগান্তির নাম যানজট। ঢাকার রাস্তায় যা আমাদের 'ছায়াসঙ্গী'। অতিরিক্ত মানুষ-রিকশা-প্রাইভেটকারের চাপ, ট্রাফিক আইনের নিত্য অবমাননা, রাস্তার সংকীর্ণতা, সিটি করপোরেশনের রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি ইত্যাদি আমাদের যানজটের কারণ। তবে ইদানীংকালের সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, রাজধানীর বিভিন্ন রুটে পাঁচ শতাধিক বাস চলাচল করছে কোনোরূপ রুট পারমিট ছাড়াই। কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে এসব বাস বিভিন্ন দিন বিভিন্ন রুটে চলাচল করে। ফলে সৃষ্টি হয় অসহনীয় যানজটের। কিছুদিন আগে লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা যে বাসগুলো রাস্তা থেকে তুলে দেয়া হয়, সেগুলোই বীর-বিক্রমে প্রত্যাবর্তন করেছে, অবশ্য কিছুটা মানোন্নয়ন (?) হয়েছে বটে! সে উন্নয়নের নমুনাটা এমনই যে, ৩০/৩২ সিটের বাসকে রীতিমতো ৪০/৪৫ সিটের বাসে রূপান্তর করা হয়েছে। এসব দেখার দায়িত্ব যাদের তাদের কাছে এসব অনিয়ম 'ওপেন সিক্রেট'। কারণ 'সিক্রেসি মেনটেইনের' জন্য তারা নিয়মিত পারিশ্রমিক (?) পেয়ে থাকেন! ফলে রুটে বাড়ছে পারমিটবিহীন বাস আর জনগণের বাড়ছে ভোগান্তি। সরকার ট্রাফিক ব্যবস্থা সংস্কারে লাইট বসানোসহ বিভিন্ন কাজ হাতে নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক ও সুশৃঙ্খল ট্রাফিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পুরনো এবং রুটপারমিটবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধ করা অত্যাবশ্যক নয় কি?

মোহাম্মদ ইকরাম-উল-করিম, নটরডেম কলেজ, ঢাকা

ফরহাদ মজহার, তমসায় দীপশিখা

অনেকদিন প্রিয় ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক ২০০০-এ লিখি না। লিখি না, কারণ এই নয় যে, আমাদের চারপাশে অস্বাভাবিক কোনো কিছু ঘটছে না। আসলে চারপাশে এতো অস্বাভাবিকতা যে, স্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে চমকে উঠি। নৌডুবিতে প্রাণহানি ঘটলে কিংবা কোথাও বোমা হামলা হলে অথবা মৌলবাদীরা কোথাও রাজত্ব কায়েম করলে আগের মতো শিউরে উঠি না। আমার ধারণা, আমাদের অনুভূতিগুলো দিন দিন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সামনে এমন দিন আসবে যখন কেউ মারা গেলে কিংবা আহত হলে আমরা উল্লাস করবো নিজেরা বেঁচে থাকার জন্য। সে যাই হোক, তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধি। নিরাশায় তমসায় আমাদের সাহস জোগায় একজন ফরহাদ মজহার। যখন দেখি তাঁর মতো কেউ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দেশের সমৃদ্ধির জন্য, তখন আবার আশাবাদী হই। সাপ্তাহিক ২০০০কে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা চমৎকার সংখ্যা উপহার দেওয়ার জন্য। সাপ্তাহিক ২০০০ না জানালে হয়তো অজানাই থেকে যেত এরকম একজন জীবনযোদ্ধার নাম। এমন একজন কৃষিবিজ্ঞানীর সাহসী উদ্যোগ দেখে আমি বাঙালি হিসেবে গর্বিত। তার কথায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিভার কথা, আমাদের অহংকার যা এক কথায় অভূতপূর্ব। সবশেষে ২০০০কে আবার ধন্যবাদ হতাশাগ্রস্ত আমাদের হৃদয়ে আশার নব দীপশিখা জ্বালানোর জন্য।

পরাগ, ঢাকা সিটি কলেজ
E-mail:Saief 14@ yahoo.com

আরজ আলী মাতুব্বর

মনে পড়ে জামা না কিনে পাঠক সমাবেশ থেকে কিনে এনেছিলাম আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাবলী। তারপর বন্ধুদের, প্রবাসী স্বজনদের অনেককে উপহার দিয়েছি। এখনও বইয়ের দোকানে গেলে আরজ আলীর বইগুলো হাতে নিয়ে দেখি। বিভিন্ন ঘরোয়া আলোচনায় নানাজনের কাছে শুনি প্রকাশকদের জালিয়াতির কথা। শুনি পাঠক সমাবেশ কেমন করে জোচ্চুরি করেছে আরজ আলী মাতুব্বরের বইগুলো নিয়ে। আহমদ ছফার কোনো কোনো বই নিয়েও পাঠক সমাবেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কি সাহস, ভাড়া করা তস্করকে দিয়ে আরজ আলীর পাণ্ডুলিপি হাতিয়ে নিয়েছে। এখানে সম্পাদক আইয়ুব হোসেনের ভূমিকা কি তা উল্লেখ করা হয়নি। 'আরজ আলী মাতুব্বরের পাণ্ডুলিপি চুরি' প্রতিবেদনটির জন্য প্রতিবেদক ও ২০০০ কর্তৃপক্ষকে আমার অজস্র ধন্যবাদ। আশা করি প্রতিবেদনটিকে কেন্দ্র করে আরজ আলীর ভক্ত ও শুভার্থীদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হবে এবং এর একটি সমাধান হবে।

লাভলু শাহরিয়ার, ৫/২-ই, পান্থপথ, কলাবাগান, ঢাকা

এই অকালমৃত্যুর জন্য কে দায়ী

বাংলাদেশে বেপরোয়াভাবে বাস/ট্রাক চালানোর ফলে অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে আমাদের ভাই, বন্ধু আরো অনেককেই। শুধু যে বেপরোয়াভাবে বাস/ট্রাক চালায় তা নয়, এর মধ্যে অনেকেই নেশাগ্রস্ত, অদক্ষ বাস/ট্রাক চালক। ফলে আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত মানবসম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ১৩ মে, ২০০৪ রাত ১১টার ঘটনা। প্রশিকার প্রধান কার্যালয়ের ১০ গজের মধ্যে গুরুতরভাবে আহত হলো আমারই এক বন্ধু। তারপর তাকে আমরা হারিয়ে ফেললাম ১৮ মে, ২০০৪ দুপুরে। সে নিজেও জানতো না তাকে ঘাতক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হতে হবে। প্রতিদিনের মতো নিজেদের গেঞ্জি ছাপা কারখানা থেকে মোটরসাইকেলযোগে এক বন্ধুকে বাসায় পৌছে দিতে গিয়ে প্রশিকার প্রধান কার্যালয় থেকে ১০ গজ দূরে ঘাতক ট্রাকের সামনে পড়ে। তারপর ঘাতক ট্রাক ড্রাইভার তাকে ও তার মোটরসাইকেলকে টেনে- হিঁচড়ে নিয়ে বেশ কিছু দূর নিয়ে যায়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। রাখা হয় ইন্টেনসিভ কেয়ারে। ৫ দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে এক সময় মৃত্যু তাকে হার মানায়। তাকে সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। আমি আবারো বলবো, শুধু বেপরোয়া, নেশাগ্রস্ত ও অদক্ষ বাস/ট্রাক চালকের জন্য এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আমার প্রশ্ন, এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? আমরা কি নির্দ্বিধায় বলতে পারি না আমাদের দেশের প্রশাসন এই মৃত্যুর জন্য দায়ী। যদি সঠিকভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া হতো, বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো তা হলে হয়তো এভাবে আর কাউকে মরতে হতো না। নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের মতো আমরাও নিরাপদ সড়ক চাই। আমরা আর অকালে আলী আজমের মতো কাউকে হারাতে চাই না।

মোঃ হারুন-অর রশিদ (বাবু)
মিরপুর-৭, ঢাকা

আরেকটি নিষিদ্ধ হোক

১২ মে বুধবার জাতীয় সংসদে ছিল শোকাবহ পরিবেশ। সন্ত্রাসীদের নির্মম ব্রাশফায়ারে নিহত সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসানউল্লাহ মাস্টারের মৃত্যুতে সংসদে শোক প্রস্তাব আনা হয়। এ উপলক্ষে সরকারি দল ও বিরোধী দলের নেতারা শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন একমাত্র স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে পরিচিত জামায়াতে ইসলামী সংসদ সদস্যরা ছাড়া। আলোচনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী স্পিকারকে অনুরোধ করেন প্রয়াত নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টারের জন্য মোনাজাত যেন জামায়াতের কোনো এমপিকে দিয়ে করানো না হয়। অনুরোধ রক্ষা করেন মাননীয় স্পিকার। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকারকে। এমন মুক্তিযোদ্ধাই সংসদে থাকা দরকার। যিনি কখনই স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে আপস করেন না। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা শমসের মবিন চৌধুরীসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদে আছেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, জামায়াতের কোনো এমপি এবং নেতাকে শহীদ মিনার এবং স্মৃতিসৌধে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

মোঃ জাকির হোসেন
গ্রাম বাংলা, সৌদি আরব

আর কতো সময়

গত ৯ মার্চ ২০০২-এ মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে দেশে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ওপর মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে 'মানবাধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৩' নামে মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিলের খসড়া ওই কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছিল দেশে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের উদ্দেশ্যে খসড়া বিলটি শিগ্‌গির মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।
আজ ২০০৪ সাল। স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন সংক্রান্ত ওই খসড়া বিল সম্পর্কে দেশের আম নাগরিক আর কোনো কিছু অবগত নয়। বিলটি কবে নাগাদ মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে পেশ, জাতীয় সংসদে পাস এবং আইনে পরিণত হবে?
সাফ কথায় দেশে একটি 'স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন'-এর জন্য দেশবাসীকে আর কতো সময় অপেক্ষায় থাকতে হবে?

ইফ্‌ফাত রওশান ইরা
সৈয়দপুর, নীলফামারী

দৃষ্টি আকর্ষণ

বিমানবন্দরে হয়রানি

গত কয়েক দিন আগে পত্রিকায় দেখলাম সিলেট বিমানবন্দরে প্রবাসীর লাগেজ নিয়ে টানাহেঁচড়া। দিলাল নামে এক প্রবাসী সিলেট বিমানবন্দরে নামলে দালালচক্রের হাতে পড়েন। এক পর্যায়ে বাগ্‌বিতন্ডা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হাতাহাতির পর পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ যখন দালালদের পক্ষ নেয়, তখন দিলালসহ আত্মীয়স্বজনরা অসহায় হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ক্ষমা চেয়ে চাঁদা দিয়ে রক্ষা পান। এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। বিমানবন্দরগুলোতে হরহামেশাই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এসব নিয়ে বহুদিন থেকে লেখা হচ্ছে কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চিত্রটি আরো ভয়াবহ। ইমিগ্রেশন ছেড়ে, কাস্টম ছেড়ে যেই দরজার বাইরে পা দিয়েছেন, অমনি ঘটে গেল মহা তান্ডব। প্রথমে তাকে পড়তে হয় ভিক্ষুক মহলের হাতে। ছিনতাইকারী তো পাশে পাশে ওঁত পেতে থাকে। একটু অসাবধান হলেই ছোঁ মেরে কেড়ে নেবে আপনার পাসপোর্ট-ডলার সমেত ব্যাগটি। অনেক বাঙালি আছেন যারা বিদেশ থেকে ফিরে বিমানবন্দরে নামতে নামতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। যারা ভিক্ষুক আর হাইজ্যাকার-ছিনতাইকারীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে কোনোমতে গাড়ির জন্য পা বাড়িয়েছেন, অমনি পড়তে হবে ট্যাক্সিওয়ালাদের খপ্পরে। 'কোথায় যাবেন, আমার গাড়িতে আসেন' এই শব্দগুলো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। অন্যদিকে টানাহেঁচড়া শুরু হয়ে যায় মালামাল নিয়ে কার গাড়িতে আগে ওঠাবে। আর দালালচক্রের কথা তো বাদই দিলাম। সবচেয়ে বেদনাদায়ক কথা হচ্ছে, দিনের পর দিন আমাদের নিরাপত্তাদাতা, স্বস্তিদাতা, বিপদে উদ্ধারদাতা সম্মানিত পুলিশ ভাইরা নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যগুলো অবলোকন করেন। তাদের কাছে বিষয়গুলো চোখ সওয়া, গা সওয়া হয়ে গেছে। কেউ সাহায্য চাইতে গেলেই দিলালের অবস্থায় পড়তে হয়। এর থেকে মুক্তি হবে কবে?

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী

দ্বারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মে মাসের শেষ সপ্তাহে গিয়েছিলেন চীন সফরে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিবার বিদেশ সফরে যা হয় এবারও তাই হলো। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করে এবং দেশে নিজেদের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ 'কাজকর্ম' বন্ধ করে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সঙ্গী হলেন ৩-৫ জন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও মন্ত্রী। এদের মধ্যে আবার ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উপদেষ্টা আরাফাত রহমান। তবে শুধু বিদেশ সফরেই নয়, দেশের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রীর যে কোনো সফরেই আমরা দেখি তাঁর 'অপ্রয়োজনীয়' সফরসঙ্গী। উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থ ও সময়ের অপচয়ের কারণে আজ আমাদের দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর এ অবস্থায় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যদি সময় ও অর্থ নিয়মিতভাবে অপচয় করেন, তাহলে সরকারের অন্য সব শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ অর্থ ও সময় অপচয়ে আরো বেশি উৎসাহী হবেন। আর তাদের সেই অতি উৎসাহের 'বলি' হবো আমরা দেশের সাধারণ জনগণ। তাই সফরসঙ্গীর 'সংখ্যার' দিকে সদয় দৃষ্টি রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে বিনীত অনুরোধ রইলো।

শিল্পী, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ